—গতকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাশ ফায়ার বোমাবাজী সংঘর্ষ ॥ ৩০ জন আহত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনের আশেপাশে আড়াইঘণ্টাব্যাপী ব্রাশফায়ার, বোমাবাজী, গুলী ও সংঘর্ষের ঘটনায় গতকাল (বৃহস্পতিবার) কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়। তন্মধ্যে ১৬ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হইলে ৮ জনকে ভর্তি করা হইয়াছে। ছাত্র সংঘর্ষের একপর্যায়ে প্রেস ফটোগ্রাফারের মোটর সাইকেল ভস্মীভূত হয়।

কলাভবনের সম্মুখে বটতলায় ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক বাবলুর সমর্থক এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পাল্টাপাল্টি সভা আয়োজনের নির্ধারিত সময়—সকাল ১০টার আগেই মধুর রেস্তোরাঁর সম্মুখে সংঘর্ষ শুরু হয়। ভিসির বাড়ীর সম্মুখভাগ, রেজিষ্ট্রার ভবনের সম্মুখভাগ, সমগ্র কলাভবন এবং লাইব্রেরী এলাকা জুড়িয়া ৯টা হইতে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ও তরবারী সজ্জিত একটি পক্ষের সহিত লাঠি পটকা ও ইটপাটকেলধারী অপর পক্ষের সম্মুখ যুদ্ধ চলে। সংঘর্ষের দৃশ্য অবলোকনের জন্য রাজপথের ফুটপাতে সমবেত পথচারীদের উপরেও ব্রাশফায়ার করা হয়। দুইপক্ষই পরে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও ঘটনার জন্য পরস্পরকে দায়ী করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৯ই আগষ্ট বিক্ষোভ দিবস পালনের কথা ঘোষণা করিয়াছে।

বুধবার রাত হইতে বাবলু সমর্থকরা মধুর রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করিতে ছিল। সকাল ৯টার দিকে সেখানে আসিয়া আরও সমর্থক জমায়েত হওয়ার পর্যায়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সমর্থকরা লাইব্রেরীর দিক হইতে খণ্ড খণ্ড মিছিল বাহির করে। এ সময় হকি ষ্টিক, সদ্য নির্মিত চকচকে তরবারী, কসাই দোকানের মাংস বানানোর চাপকান, দুই দিকে ধারওয়ালা তীক্ষ্ণ ডেগার ও বোমা হাতে লইয়া বাবলু সমর্থকরা মধুর রেস্তোরাঁ হইতে ছুটিয়া রাস্তায় নামে। সঙ্গে সঙ্গে বোমার বিকট শব্দে কলাভবন এলাকা থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে এবং সাধারণ ছাত্রসহ সংগ্রাম পরিষদ সমর্থকরা পশ্চিম দিকে ছুটিতে থাকে। সংগ্রাম পরিষদ সমর্থকরা বাবলু সমর্থকদের ধাওয়ায় সূর্যসেন হল ও জসিমউদ্দিন হলে আশ্রয় নিলে বাবলু সমর্থকরা সমগ্র কলাভবন এবং আরো পশ্চিমে প্রশাসন ভবনের সম্মুখবর্তী মাঠ দখল করিয়া ফেলে।

তখন ৯টা ৪৫। ইহার পর হইতে দশটা পর্যন্ত চার পাঁচবার বোমার বিস্ফোরণ, রিভলবার, কাটাবন্দুক ও ষ্টেনগানের গুলীবর্ষণ ও ব্রাশফায়ারে কলাভবন ও পশ্চিমের প্রশাসন ভবনের মাঠ অনেকটা যুদ্ধক্ষেত্রের রূপধারণ করে।

এ সময় চৌদ্দ বৎসরের একটি কিশোরকেও একহাতে তাজা বোমা অন্য হাতে ষ্টেনগান লইয়া ভিসি'র বাড়ীর দিকে রাজপথে ছুটিয়া গিয়া পথচারীদের উপর ব্রাশ ফায়ার করিতে দেখা যায়। তাহার ব্রাশফায়ারে একজন

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাশ ফায়ার

(১ম পৃঃ পর)

পথচারী চোয়ালে গুলীবিদ্ধ হইয়া ঢলিয়া পড়ে।

এক পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদের বিপুল সংখ্যক সমর্থক বৃষ্টির মত ইটপাটকেল ছুঁড়িয়া, বোমা ও পটকার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া, প্রশাসনিক ভবনের মাঠের দিকে মরিয়া হইয়া আগাইয়া আসে। এসময় গুলী ও ইট পাটকেলের মধ্যে সম্মুখ সমর প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্যসেন হল, জসিমুদ্দিন হলের দিক হইতে সংগ্রাম পরিষদের আরও সমর্থক বৃত্তাকারে আগাইয়া আসিলে চক্ষের পলকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া যায় এবং সাড়ে ১১টার মধ্যে বাবলু সমর্থকরা প্রশাসনিক ভবনের মাঠ ছাড়িয়া কলাভবন এলাকায়, সেখান হইতে পরে লাইব্রেরীর দিকে ছুটিতে থাকে। ইটপাটকেল ও পটকার প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক হইতে সংগ্রাম পরিষদ বাবলু সমর্থকদের ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়ে এবং লোহার রড হকি ষ্টিকের বেধড়ক পিটুনীতে একের পর এক জখম হইতে থাকে। আহতদিগকে এক এক করিয়া রিকশায় তুলিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কলাভবন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সমর্থকরা আইবিএর ভিতর হইতে দুইটি মোটরবাইক টানিয়া আনিয়া একটি জ্বালাইয়া দেয় এবং অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত করে। দুইটি মোটর সাইকেলই সংবাদপত্রের আলোকচিত্র গ্রাহকদের। ইত্তেফাকের ফটোগ্রাফার জনাব মোহাম্মদ আলমের মোটর সাইকেলটি ভস্মীভূত ও নিউনেশনের ফটোগ্রাফার জনাব মোহাম্মদ মহসীনের মোটর সাইকেলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে রহিয়াছেন শোয়েব মোহাম্মদ শামীম, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, খন্দকার আবুল হাসান, লাইব্রেরী সায়েন্স, শেষ বর্ষ, মোহাম্মদ জাকারিয়া, শাহজাহানপুর রেলওয়ে স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। আবু সাঈদ, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, কামরুল হাসান, আইডিয়েল কলেজ, সুলতানুল ইসলাম দীপক, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ।

গতকাল দুপুর হইতে সংঘর্ষের স্থল কলাভবন প্রাঙ্গণ হইতে আবাসিক হলগুলিতে সরিয়া যায়। কয়েকটি হলে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ ও বাবলুর সমর্থকদের কয়েকজন প্রহৃত হয়। সূর্যসেন-মোহসীন হল এলাকায় ৪জন ও সলিমুল্লাহ হলে ৩জন নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ ও বাবলু সমর্থক ছাত্র প্রহৃত হয়। সলিমুল্লাহ হলে দুইটি কক্ষ তছনছ করিয়া বইখাতা ও বিছানায় আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। দুপুর হইতে গোটা ক্যাম্পাসে নিথর নির্জনতা নামিয়া আসে।

—ইত্তেফাক

গতকাল পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে নাই। তবে টিএসসি ও নীলক্ষেত ফাঁড়ির নিকট পুলিশ মোতায়েন ছিল।

১৭টি ছাত্র সংগঠন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ভার্সিটি এলাকায় ছাত্র সমাজের উপর সশস্ত্র হামলার প্রতিবাদে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেতৃবৃন্দ "তমীবাহক" ও "পেটোয়া" বাহিনী বলিয়া বাবলুদের সমালোচনা করেন।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জনাব জিয়াউদ্দীন বাবুল রাতে টেলিফোনে সংবাদপত্রকে জানান তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র প্রতিরোধ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে তাহার ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন করার আহ্বান জানাইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক বিবৃতিতে এ ঘটনায় একজন শিক্ষকের বাসগৃহ আক্রান্ত হওয়াসহ দুই ঘণ্টার তাণ্ডবে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন, এ ঘটনার মহড়া গত কয়েকদিন ধরিয়া চলিতেছিল।

নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির প্রধান জনাব রফিকুল হক হাফিজ 'দুইটি ছাত্র সংগঠনের ছাত্র সভাকে কেন্দ্র করিয়া ন্যক্কারজনক ঘটনার অবতারনায়' তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলেন, নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ সকল প্রকার বোমাবাজী ও অস্ত্রের রাজনীতি বিরোধী।

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গতরাতে এক বিবৃতিতে বলেন, বিবেক ক্রয়ে ব্যর্থ হইয়া এই সকল পেশাদার গুণ্ডাদের লেলাইয়া দেওয়া হইতেছে। এধরনের সন্ত্রাস শিক্ষার পরিবেশকে ব্যাহত করিতেছে। পরিষদ ৯ই আগষ্ট বিক্ষোভ দিবস পালনের আহ্বান জানায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলু এবং ছাত্রনেতা দেলোয়ার হোসেন রাজা ও আযম খান একযুক্ত বিবৃতিতে ১১-দফা দাবী উত্থাপনের নিমিত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত ছাত্রসভার স্থলে ১৭টি দলের ফ্যাসীবাদী বাধাদানের সমালোচনা করেন। তাহারা বলেন ইহারই জের হিসাবে বটতলায় গতকালের সমবেত শান্তিপূর্ণ সাধারণ ছাত্রদের উপর আগ্নেয়াস্ত্র, লোহার রড ও হকি ষ্টিক লইয়া হামলা চালানো হয়।